পাক্ষিক

আহ্‌মদী

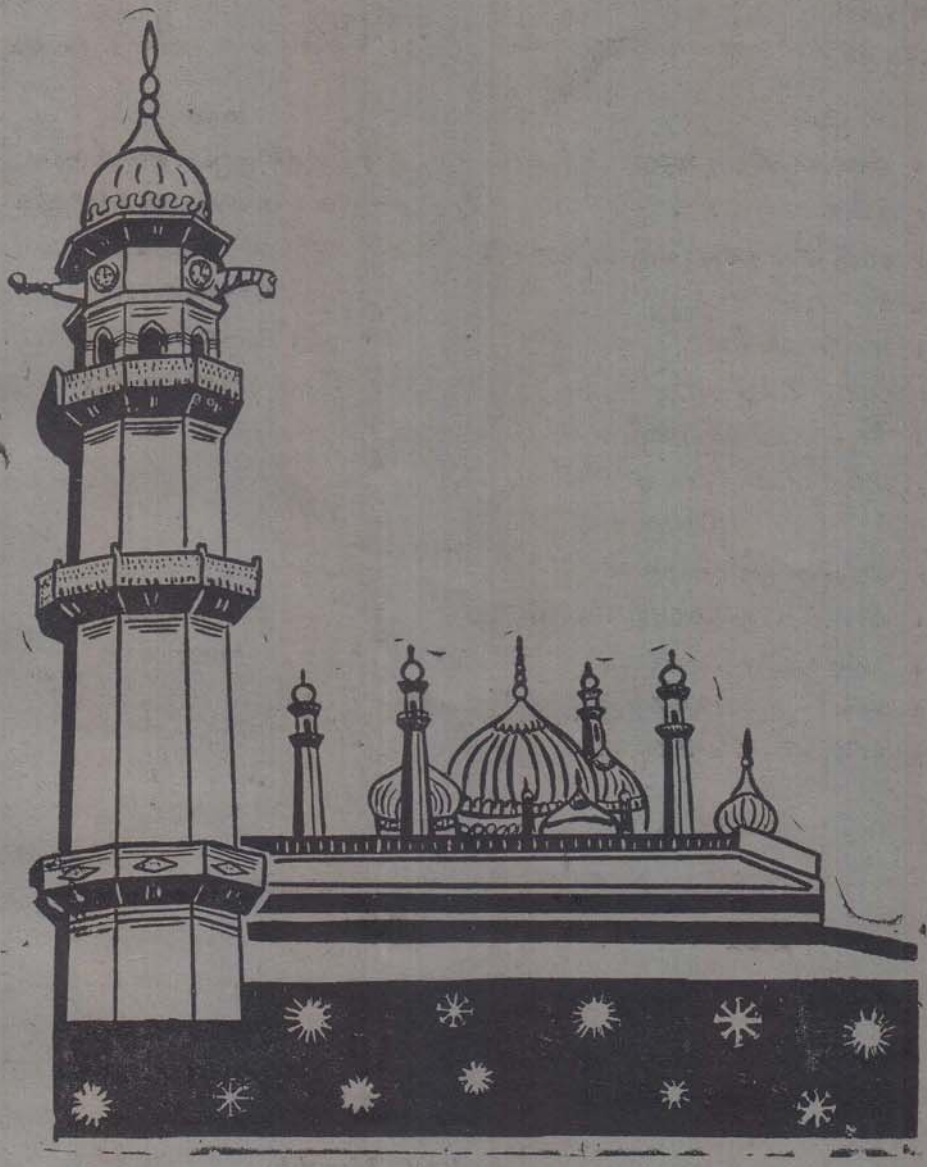

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৪র্থ সংখ্যা
৩০শে জুন, ১৯৬৮

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে :২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

৪র্থ সংখ্যা
৩০শে জুন, ১৯৬৮ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৫০১
হাদিস	আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল	৫০৩
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর অমৃত বাণী	অনুবাদক - মোহাম্মাদ	৫০৪
হিতোপদেশ	অনুবাদক – মোহাম্মাদ	৫০৫
হায়াতে তাইয়্যেবা	অনুবাদক – এ এইচ মুহাম্মদ আলী আনওয়ার	৫০৬
কেন্দ্রীয় সদর সাহেবের পয়গাম	মীর্যা তাহের আহমদ (রহঃ)	৫০৯
সিরাতুন নবী জলসা অনুষ্ঠিত		৫১১
মাসিক মদীনা পত্রিকায় কাদিয়ানী মযহাবের প্রবন্ধের প্রতিবাদ		৫১৩
আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য	সুলতান মাহমুদ আনওয়ার	৫১৫
আদর্শ মানব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	জাফর উল্লাহ সিকদার	৫১৭
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৫১৯
ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচার	আবু আহ্‌মদ গোলাম আম্বিয়া	৫২১
মাসিক মদীনার মিথ্যা প্রচারণা		৫২৩

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে জুন : ১৯৬৮ সন : ৪র্থ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা ইউনুস

৯ম রুকু

৮৪ ॥ মুসার প্রতি তাহার জাতির অল্প সংখ্যক যুবক ব্যতিত অন্য কেহ বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, ফেরাউন ও তাহাদিগের জাতির প্রধানগণ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবে এই ভয়ে; এবং নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে একজন স্বেচ্ছাচারী (নৃপতি) ছিল। এবং নিশ্চয় সে সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৫ ॥ এবং মূসা বলিয়াছিল, হে আমার জাতি, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাক, তবে তাঁহারই উপর তোমরা নির্ভর কর, যদি তোমরা আজ্ঞানুবর্ত্তী হও।

৮৬ ॥ অনন্তর তাহারা বলিল, একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর আমরা নির্ভর করিলাম। হে আমাদের প্রভো! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির উৎপীড়নস্থলে পরিণত করিও না।

৮৭ ॥ এবং তোমার দয়াগুণে আমাদিগকে কাফিরদের হাত হইতে রক্ষা কর।

৮৮ ॥ এবং আমরা মুসা ও তাহার ভ্রাতার প্রতি ওহী নাযিল করিলাম যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসর দেশে বাসগৃহ নির্ম্মাণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলিকে সামনা সামনি বানাও, এবং (এই সমস্ত ঘরে) নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং (সমাগত নবী প্রতি) বিশ্বাস স্থাপনকারীদিগকে (সফলতার) সু-সংবাদ দান কর।

৮৯ ॥ এবং মুসা বলিল, হে আমার প্রভো! নিশ্চয় তুমি ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণকে পার্থিব জীবনে শোভা (সামগ্রী) ও ধন-সম্পদ দান করিয়াছ। ইহার ফলে তাহারা (অন্যকে) তোমার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। হে আমার প্রভো! তুমি তাহাদের ধনরাশিকে ধ্বংস করিয়া দাও এবং তাহাদের হৃদয়ের উপর আক্রমণ কর এবং তাহারা বেদনা-দায়ক শাস্তি দর্শন না করা পর্যন্ত ঈমান আনয়ন করিবে না।

৯০। আল্লাহ্‌ বলিলেন, (হে মুসা ও হারুণ) নিশ্চয় তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল; অতএব তোমরা দৃঢ় থাক এবং যাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহাদের পথের অনুসরণ করিও না।

৯১ ॥ এবং আমরা ইসরাইলের সন্তানগণকে সমুদ্র পার করিলাম। অনন্তর ফেরাউন ও তাহার সৈন্যগণ অত্যাচার ও শত্রুতা করে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিল। এমনকি যখন জলমগ্ন হাওয়ার (বিপদ) আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল, তখন সে বলিল, আমি তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, যাহার উপর ইছরাইলের সন্তানগণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ এবাদতের যোগ্য নহে। এবং আমি আজ্ঞানুবর্ত্তীদের অন্তর্ভুক্ত।

৯২ ॥ (তাহাকে বলা হইল) এখন কি তুমি ঈমান আনিতেছ? অথচ পূর্বে তুমি অবাধ্য ছিলে এবং উপদ্রব করিতেছিলে।

৯৩। পরন্তু আমরা আজ তোমার (মৃত) দেহকে উদ্ধার করিব, যেন তুমি তাহাদের জন্য এক নিদর্শন হও, যাহারা তোমার পশ্চাতে রহিয়াছে। এবং নিশ্চয় অধিকাংশ মানুষ আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে উদাসীন।

★

॥ হাদীস ॥

[নামায সম্বন্ধে]

১। নামায পড়িবার সময় মনে রাখিবে, যেন তুমি আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াইতেছ এবং তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

২। নামায দাঁড়াইয়া পড়, যদি দাঁড়াইতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে বসিয়া পড়; বসিতেও যদি সক্ষম না হও, তাহা হইলে শুইয়া শুইয়া পড়।

৩। তোমাদের মধ্যে যেন কেহ তাহার কাঁধের উপর কিছু না রাখিয়া, একবস্ত্র পরিধান করিয়া নামায না পড়ে।

৪। ঘোমটা ছাড়া কোন বয়স্কা নারীর নামায কবুল হয় না।

৫। কোন ব্যক্তি যদি জানিত যে, নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলে কি গুণাহ্ হয়, তাহা হইলে সে যাতায়াত করিত না।

৬। যখন কেহ নামায পড়ে, তখন সে যেন তাহার সম্মুখে কিছু রাখে; কিছু না পাইলে যেন তাহার লাঠি রাখে, যদি লাঠি না থাকে, তাহা হইলে যেন অন্ত কিছু রাখে। ইহার পর কেহ যদি সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, তাহা হইলে তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না।

৭। নামাযের সময় সারি সোজা করিয়া দাঁড়াইবে। সারির সম্মুখে বা পিছনে দাঁড়াইবে না।

৮। বুকের উপর হাত রাখিয়া মনোযোগের সহিত দাঁড়াইবে। নামায পড়া অবস্থায় অংগ সঞ্চালন করিবে না ও এদিক ওদিক তাকাইবে না।

৯। ঠিক সময়ে নামায পড়া।

১০। চক্ষু খোলা রাখিয়া নামায পড়িবে।

১১। যখন তোমাদের কেহ সেজদা দেয়, তখন সে যেন উটের ন্যায় না বসে ও জানুদ্বয় রাখার পূর্বে সে যেন হস্তদ্বয় রাখে।

১২। সেজদাতে সাম্য রক্ষা করিবে এবং কুকুরের ন্যায় লম্বা হইয়া শয়ন করার ন্যায় তোমার দুই বাহুকে (জায়নামাযে) বিছাইয়া দিও না।

১৩। যখন তোমরা সেজদা দাও, তোমাদের দুই হাতের দুই কব্জাকে স্থাপন কর এবং বাহুদ্বয় উঁচু রাখ।

১৪। অযু সম্পূর্ণ করিয়া কেবলামুখী হইয়া নামাযে দাঁড়াও। তারপর তকবীর পাঠ কর। তারপর কোরআনের যাহা তোমার নিকট সহজ, তাহা পাঠ কর। ইহার পর শান্তিতে রুকু দাও। তারপর সোজা হইয়া উঠ, তারপর সেজদা দাও এবং উত্তমরূপে সেজদা দাও। তারপর উঠিয়া বস, তারপর সেজদা দাও এবং উত্তমরূপে সেজদা দাও। তারপর উঠিয়া বস।

[মেশকাত হইতে]

আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাইল

★

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বণী ॥

বিশ্ব-প্রভুর গুণ-কীর্ত্তন

(সুরমায় চশমে আরবীয়—৪র্থ পৃষ্ঠা—১৮৮৬ ইসাব্দ)।

কত সুপ্রকাশিত আলো সেই সদা প্রভুর, যিনি সকল আলোকের উৎস।
যাঁহাকে দেখিবার জন্ত সারা বিশ্ব দর্পন সদৃশ বিদ্যমান॥

চাঁদের দিকে চাহিয়া কাল আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।
কারণ উহাতে আমার পরম প্রিয়ের সৌন্দর্যের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছিল॥

সেই পরম সুন্দরের জন্ত আমার হৃদয়ে প্রবল উচ্ছ্বাস।
তুর্কী বা তাতারী সৌন্দর্যের মোহিনী শক্তির কথা আমায় বলিও না॥

হে প্রিয়, তোমার মহিমার অপূর্ব বিকাশ চতুর্দিকে।
যেদিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন, সেইদিকেই পথ দেখি তোমাকে দেখিবার॥

সূর্যের দীপ্তির মধ্যে তোমার সৌন্দর্যের আভা প্রতিফলিত।
প্রত্যেক তারকার মধ্যে তোমারই জ্যোতিঃর প্রকাশ॥

তুমি আপন হস্ত দিয়া আত্মাগুলির উপর লবণ সিঞ্চন করিয়াছ।
তাই বিরহ জর্জরিত প্রাণগুলি হইতে প্রেমের বিলাপধ্বনি উঠিয়াছে॥

প্রত্যেক অনু-পরমাণুর মধ্যে তুমি কত অপূর্ব গুনরাজি রাখিয়া দিয়াছ।
কে পাঠ করিতে পারে উহাদের মধ্যে নিহিত মহা রহস্য-সমূহকে।

কেহ তোমার মহিমার পার নাহি পায়।
কে খুলিতে পারে জটিল রহস্যসমূহের গ্রন্থী সকলকে॥

যাহারা সুন্দর, তাহাদের মুখ তোমারই সৌন্দর্যের কান্তিতে উজ্জ্বল।
প্রত্যেক ফুল ও বাগিচা তোমারই বাগিচার রঙ ও সজীবতায় উচ্ছল॥

প্রত্যেক সুন্দরীর প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি, সদা তোমারই দিকে ইঙ্গিত চঞ্চল।
প্রত্যেক কুঞ্চিত কেশদাম তোমারই দিকে সঙ্কেতমান॥

অন্ধগনের চক্ষুকে শত শত পরদা আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে।
নচেৎ তোমার আনন অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী উভয়েরই কাম্য॥

হে প্রিয়তম, তোমার প্রেমপূর্ণ চাহনী তীক্ষ্ণধার তরবারী সদৃশ।
যাহা সকল প্রকার পরকীয় প্রেমের বিলোপ সাধন করে॥

তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি মাটিতে মিশিয়া গিয়াছি।
এই আশায় যদি ইহাতেই বিচ্ছেদ যাতনার অবসানের কোন উপায় হয়॥

মূহুর্তের জন্য তোমা বিহনে আমার শান্তি নাই।
মুমূর্ষ রোগীর জীবনের ন্যায় আমার হৃদয় ডুবিয়া যাইতেছে॥

তোমার গবাক্ষ পথে কেন এ ক্রন্দনধ্বণী, শীঘ্র শুধাও।
পাছে প্রেম বহ্নির আবেষ্টনে এ দীনহীন প্রাণ হারায়॥

[দুররে সমীন]
অনুবাদক—মোহাম্মাদ

★

॥ হিতোপদেশ ॥

[পবিত্র কোরআন হইতে]

(১)

"এবং সাহায্য কর তোমরা পরস্পরকে সৎ এবং সাধু কাজে ; পরন্তু সাহায্য করিও না তোমরা পরস্পরকে পাপ ও বিদ্রোহের কাজে।"

(সুরা মায়েদা ১ম রুকু)

(২)

"অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সমান এবং যে কেহ এক জন মানুষকে বাঁচাইয়াছে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে জীবন দান করিয়াছে।

(সুরা মায়েদা – ৫ম রুকু)

(৩)

এবং বিশ্বাসীগণের মধ্য হইতে যদি দুই পক্ষের ঝগড়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া দও ; ইহার পর কোন পক্ষ যদি অপর পক্ষের সহিত বিবাদ করে, তাহা হইলে তোমরা সকল মোমেন মিলিত ভাবে সীমালঙ্ঘনকারীর বিপক্ষে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই সীমালঙ্ঘন-কারী আল্লাহ্‌র আদেশে ফিরিয়া আসে। যদি সে আদেশ মানে, তাহা হইলে ন্যায় পরায়ণতার সহিত তাহাদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া দাও, এবং ন্যায্যভাবে বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচার ভালবাসেন। [সুরা হুজুরাত—১ম রুকু]।

অনুবাদক :—মোহাম্মাদ

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মাওলানা আবদুল কাদির

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাঞ্জাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ সন হযরত আকদাস স্বপ্নে দর্শন করিলেনঃ

"খোদা-তায়ালার ফেরেশ্‌তাগণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে কাল রঙ্গের চারা গাছ রোপন করিতেছেন। এই গাছগুলি অতীব শ্রীহীন ও কৃষ্ণ বর্ণের। আকারে ছোট ও ভয়াবহ। আমি গাছ রোপন-কারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম: এই গুলি কি প্রকারের গাছ? তখন তাহারা উত্তর করিলঃ 'এই গুলি প্লেগের গাছ। শীঘ্রই দেশে ইহা বিস্তার লাভ করিবে।'

এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারার্থে তিনি সেই দিনই একটি ইশ্‌তাহার প্রকাশ করিলেন এবং উলামাগণের ফাতোয়ার বিরুদ্ধে দেশ-বাসীকে উপদেশ দিলেন যে, প্লেগের সময় বাসস্থানের বাহিরে ময়দানে বাস করা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নিষেধ নাই। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বরং ইহা অত্যাবশ্যক। অবশ্য, প্লেগা-ক্রান্ত বাসস্থান ছাড়িয়া অন্য বাসস্থানে, অর্থাৎ অন্য শহর বা পল্লীতে গিয়া বাস করা নিষেধ। কারণ, ইহাতে অন্যত্রও প্লেগ বিস্তারের ভয় থাকে।

এই ইশতাহার বাহির হওয়া মাত্রই "কাফের" ও "মিথ্যাবাদী" আখ্যা-দাতা বিরুদ্ধ-বাদীগণ সুযোগ পাইল। কারণ, হুযুর যখন ইশ্‌তাহার প্রকাশ করেন, তখন পাঞ্জাবে প্লেগের নাম গন্ধও ছিল না। সমকালীন সংবাদ পত্র গুলিও হাসি বিদ্রূপ করিল। তৎ-কালে 'পয়সা আখবার' লাহোরের একখানি শীর্ষ স্থানীয় সংবাদ-পত্র বলিয়া গণ্য ছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:

مرا اسی طرح لوگوں کو ڈرایا کرتا ہے - دیکھو لینا - خود اسی کو طاعون ہوگی -

অর্থাৎ, "মীর্যা এই প্রকারেই লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকে। দেখিবে, তাঁহারই প্লেগ হইবে।"

যাহা হোক, শীঘ্রই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহামারী দেখা দিল। পরবর্ত্তী শীতের সময় জলন্ধর ও হুসিয়ারপুর জেলায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইল। দেখিতে দেখিতে ইহা সর্বত্র বিস্তার লাভ করিল। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তখন প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়িল। কাদিয়ানে প্লেগের প্রতিকারার্থে সভা করা হইল। সরকারের নির্দ্দেশিত প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলির প্রশংসা করা হইল। প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের জন্যে হুযুর একটি ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। ইহার নাম 'তিরইয়াকে এলাহী' (ঐশী প্রতিষেক) রাখা হইল। প্লেগের স্ফোটক ও ক্ষতের উপর লাগাইবার জন্যেও অন্য আর একটি ঔষধ

প্রস্তুত করা হইল। ইহার নাম দেওয়া হইল 'মরহমে ঈসা'। শেষোক্ত ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী তীবের কেতাব গুলিতেও বিদ্যমান আছে। ইহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষত সমূহের আরোগের জন্য হাওয়ারীগণ এই ঔষধটি প্রস্তুত করেন; এই জন্য (আরোও কতিপয় নাম বাদেও) ইহার আর একটি নাম হইল 'মরহামে হাওয়ারীন' (বা, হযরত ঈসার শিষ্য 'হাওয়ারা গণের' প্রস্তুত কৃত মলম)।

উম্মেহাতুল মুমেনীন সম্বন্ধে মেমোরিয়াল

জনৈক খ্রীষ্টান আহ্‌মদ শাহ্ উম্মেহাতুল-মুমেনীন' নামে একটি একান্ত অশ্লীল, মর্ম-পীড়াদায়ক পুস্তক প্রকাশ করে। এই পুস্তকের মাধ্যমে আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার পবিত্র সহধর্মিনীগণের সম্বন্ধে অমর্যাদা ও অপবাদ প্রচার করা হয়। এই অশ্লীল স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিটি উক্ত এক হাজার পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করিবার পর, লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েত ইস লাম গবর্ণমেন্টের নিকট একটি মেমোরিয়াল প্রেরণ করেন। এই মেমোরিয়াল দ্বারা পুস্তকখানা বাজেয়াপ্ত করিবার দাবী করা হয়। হযরত আকদাস এই মেমোরিয়ালের বিষয় যখন জানিতে পারিলেন, তখন তিনি পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। নিজে একখানি মেমোরিয়াল প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি মুসলমানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বলিলেন যে, এক হাজার কপি মুসলমানগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতারিত হইবার পর এখন এই পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইলে লাভ কি? এখন তো কেতাবের জবাব লিখিয়া মুসলমানগণের মধ্যে বিতরণ করা কর্তব্য, যাহাতে তাহাদের আহত মন কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। হুযুর আরও বলিলেন যে, পাদ্রীগণ মুসলমানগণের প্রাণে দুঃখ দেওয়ার এবং তাহাদের অন্তরকে ব্যথিত করিবার উদ্দেশ্য এইরূপ অসংখ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় হইল ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা। যদি গভর্ণমেন্ট তাহা পছন্দ না করেন, তবে ভবিষাতে ধর্ম-তর্কে মর্ম-পীড়াদায়ক এবং অকথ্য বাক্য প্রয়োগ জারি করিয়া বন্ধ করা হউক··· ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয়, পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট আঞ্জুমানে হেমায়েত-এ-ইসলামের মেমোরিয়াল খানির কোনই পরওয়া করিলেন না। হযরত আকদাসের মেমোরিয়াল মুতাবেক কঠোর ও মর্ম পীড়দায়ক শব্দ ব্যবহার রোধ করিবার প্রতিও মনোযোগী হইলেন না। ইহার কারণ যথাসম্ভব তাহাই ছিল, যাহা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। গভর্ণমেন্টের স্বধর্মীয় পাদ্রীগণ অন্য ধর্মের উপর আক্রমণ না করিয়া তাহাদের ধর্ম প্রচার করিতেই পারিত না। কিন্তু ইহার বন্যা যখন চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিল, তখন দীর্ঘকাল পরে ১৫৩—ক ধারার অধীনে ধর্ম প্রবর্তকগণের অবমাননা আইন অনুযায়ী অপরাধ বলিয়া নিরূপিত হইল।

বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্পর্কে জামাতকে নির্দ্দেশ

[৭ই জুন ১৮৯৮ সন]

এতকাল পর্যন্ত জামাতের বাহিরের লোকদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্পর্কে কোনরূপ বিধি নিষেধ ছিল না। কিন্তু যখন হযরত আকদাস দেখিতে পাইলেন যে, আমাদের সন্তানদিগকে উপযুক্ত ধর্মীয় পরিবেশে প্রতিপালন করা দরকার। কিন্তু অন্যদের মধ্যে তাহা হওয়া সম্ভবপর নয়, তখন জামাতের নামে একটি জরুরী নির্দ্দেশ দান করিলেন। হুযুরেরই সেই পুণ্যবাণী এখানে লিপিবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক মনে করি। হুযুর বলিলেন:

"যেহেতু খোদাতায়ালার অসামান্য অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং তাঁহার মহান দানের ফলে আমাদের

জামাতের জনসংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি লাভ করিতেছে এবং এখন সহস্রে সহস্রে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং অতি শীঘ্রই আল্লাহ্‌তায়ালা ফজলে ইহা লক্ষে উপনীত হইবে। অতএব ইহাই সমীচীন বোধ করি যে, তাহাদের পারস্পারিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি এবং তাহাদিগকে আত্মীয়-স্বজনের কুপ্রভাব ও কুফল হইতে রক্ষা করার জন্য তরুণ ও তরুণীদের বিবাহের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রকাশ্য কথা, যাহারা বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের ছায়ায় এক দেশদর্শিতা, শত্রুতা ও কৃপণতার শেষ সীমানায় উপনীত হইয়াছে, তাহাদের সহিত জামাতের নূতন ভাবে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, যে পর্যন্ত না তাহারা 'তওবা' করিয়া এই জামাতে প্রবেশ করে। এখন এই জামাত কোনো বিষয়ে তাহাদের মুখাপেক্ষী নহে। ধনে, জ্ঞানে, বংশে, শ্রেষ্ঠত্বে, পরহেযগারীতে এবং তাকোয়ার ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক ব্যক্তি এই জামাতে বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক ইস্‌লামী কওমের লোক এই জামাতে পাওয়া যায়। সুতরাং, এই অবস্থায় ঐরূপ লোকদের সহিত আমাদের জামাতের নূতন সম্বন্ধ সূত্র স্থাপন করার, কোনই প্রয়োজন নাই, যাহারা আমাদিগকে 'কাফের' বলে এবং আমাদের নাম দাজ্জাল রাখে বা স্বয়ং না বলিলেও ঐ প্রকার লোকদের প্রশংসা করে এবং তাহাদের অধীনতায় থাকে।

"স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে ব্যক্তি এই প্রকার লোকদিগকে ছাড়িতে পারে না, সে আমাদের জামাতে প্রবেশের যোগ্য নয়। যে পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য ভ্রাতা ভ্রাতাকে ত্যাগ না করিবে এবং পিতা পুত্র হইতে পৃথক না হইবে, সে পর্যন্ত সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং, সমগ্র জামাত মনোযোগ পূর্বক শ্রবন করুক যে, সত্যপরায়ণগণের পক্ষে এই সকল শর্ত পালন অত্যাবশ্যক।"

ইন্‌কামটেক্সের মোকদ্দমা [১৮৯৮ সন]

হযরত আকদাসের শত্রু ও বিরুদ্ধবাদিগণ যখন দেখিল যে, খুনের মোকদ্দমার ফল তাহাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে. তাঁহার কোন ক্ষতি সাধন হয় নাই, তখন তাহারা আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে ইন্‌কামটেক্সের মোকদ্দমা দায়েরের ব্যবস্থা করে। এই মোকদ্দমা বাটালার এক জন হিন্দু মহকুমা হাকিমের কোর্টে দায়ের হইল। তিনি আপত্তি করিতে চাহিলেন। কিন্তু আপত্তির জন্য প্রাত্যাহিক আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র দাখিল করা জরুরী। সেবকেরা প্রাত্যাহিক হিসাবের কাগজ পত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তখন হযরত আকদাস কাশ্‌ফের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, হিন্দু মহকুমা হাকিম বদলী হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে একজন মুসলমান মহকুমা হাকিম আসিয়াছেন। ইন্‌শা-আল্লাহ, মোকদ্দমার ফল ভাল হইবে। বস্তুতঃ, তাহাই হইল। সেই মহকুমা হাকিম বদলী হইলেন। তাঁহার স্থানে একজন মুসলমান মহকুমা হাকিম আসিলেন। তাঁহার নাম তাজুদ্দিন। তিনি পুংখানুপুংখরূপে ঘটনাটি পর্যালোচনা করিবার পর ডিপুটী কমিশনারের নিকট রিপোর্ট করিলেন যে, চাঁদার খাতে তাঁহার নিকট যে টাকা আসে, সমুদয়ই জামাতের কার্যে ব্যয় হয় এবং তাঁহার নিজস্ব আয় এত নয় যে, তাঁহার উপর ইন্‌কামট্যাক্স ধরা যাইতে পারে। ১৮৯৮ সনের ৩১ শে আগষ্ট তারিখে মহকুমা হাকিম তাঁহার তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন এবং সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ সনের ১৭ই তারিখে গুরদাসপুরের ডিপুটী কমিশনার মিঃ টি ডিকসন রায় দিলেন ঃ

"এই ব্যক্তির (হযরত আকদাসের) সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ জানা যায় নাই। চাঁদার দ্বারা তাঁহার আয় ৫২০০৲ টাকা বলিয়া প্রকাশ ইহা ট্যাক্স হইতে বাদ যাইবে। কারণ ৫, (ই) ধারা মতে তাহা শুধু ধর্ম উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়।"১

অনুবাদক ঃ—এ এইচ মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

(১) 'নযুযুল মসিহ্,' ২২৯ পৃঃ, 'যরুরতুল ইমান,' ৩৫ পৃঃ।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

উদ্যোগে আয়োজিত

তালিম তরবিয়তি ক্লাশের উদ্দেশ্যে

কেন্দ্রীয় সদর সাহেবের পয়গাম

গত প্রাদেশিক মজলিশে সুরার ফয়সালা অনুযায়ী ঢাকায় তিন সপ্তাহ সময়ের জন্য প্রদেশব্যাপী মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার এ টি তালিম তরবিয়তি ক্লাশ গত ১৫ই জুন '৬৮ থেকে শুরু হয়। জুম্মা দিনে তাহাজ্জোদ নামাজের মধ্য দিয়ে ক্লাশটি আরম্ভ হয়। ঢাকা ছাড়াও প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা যথা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিং, রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালি, খুলনা প্রভৃতি জেলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত খাদেমগণ এতে যোগদান করেছেন। আল্লাহ্‌র ফজলে আধ্যাত্মিক পরিবেশে সুযোগ্য মুরব্বী ও নেতৃবর্গের পরিচালনায় মহা সাফল্যের সাথে তালিম ও তরবিয়তি ক্লাশটি এগিয়ে যাচ্ছে।

ইতিপূর্বে রাবওয়াস্থ কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর, হযরত মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব এই ক্লাশ পরিচালনার উদ্যোক্তাদের প্রতি খোশ আমদেদ জানিয়ে উপস্থিত সকল ছাত্রদিগের উদ্দেশ্যে একটি তাৎপর্য পূর্ণ পয়গাম পাঠিয়েছেন। সকলের অবগতি ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তা নীচেয় দেওয়া গেল ঃ

'মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত তিন সপ্তাহ ব্যাপী এক তরবিয়তি ক্লাশ উদযাপনের সংবাদে আমি অতীব আনন্দিত।

"একে তো বাংলার মুসলিমেরা স্বাভাবতঃ ধর্মভীরু, তাতে আল্লাহ আপনাদিগকে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর তরীতে আরোহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। তাই এই স্বর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আপনাদের অবশ্য কর্তব্য। যে কোন বিপ্লবের পিছনে রয়েছে যুবকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অবিশ্রান্ত অধ্যবশায়—ইতিহাস তার সাক্ষী। আপনারা নৌজোয়ান; তাই সকল দুঃসাধ্য কর্ম সাধনের দায়ীত্ব আপনাদের উপর আরোপিত ধরুন, একটি বৃদ্ধের পক্ষে একটি ভারী বোঝা বয়ে নেওয়া কঠিন, কিন্তু আপনাদের পক্ষে তা সহজ হতে সহজতর। যেমনি দূর দূরান্তে গিয়ে ইসলামের তাবলীগ করা বৃদ্ধদের পক্ষে কষ্টকর হলেও খোদ্দামের পক্ষে তা সহজ সাধ্য। "মহানবী (সাঃ) এর সময়ে বিশ্বজগৎ যে পবিত্র আলোর ঝলকানি দেখেছিল, এখন আপনাদের ভিতর দিয়ে জগৎ উহার প্রত্যক্ষ রশ্মি দেখতে পাচ্ছে। উপমা হিসেবে—মনে করুন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের অনিন্দ্য সৌন্দর্য নিকেতন এই ঢাকা নগরী। আপনাদেরই সমবয়স্ক যুবকেরা নৈশ অভিসারে ছড়িয়ে পড়ছে এর অলিতে গলিতে—ভিড় জমাচ্ছে পার্কে পার্কে অথচ আপনারা ধর্মের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ মসজিদে সমবেত হয়েছেন। সন্ধ্যায় অপর যুবকেরা টিকিট ক্রয় করে সারি বেঁধে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের অপেক্ষায় অধীর হয়ে পড়ছে আর মসজিদে আপনারা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেজদায় যাবার জন্য বিগলিত চিত্তে অপেক্ষা করছেন। এসব কি কম গর্বের কথা!

"বর্তমান যুগে সময় ও অর্থ উৎসর্গ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু স্বল্পকাজে সওয়াব অধিক। মানুষ আজ যার যার সুখ সচ্ছন্দ নিয়ে মশগুল। ইসলামের জন্য আজ কারো চোখে পানি ঝরছেনা। পাশ্চত্যের বিষাক্ত হওয়া আজ ইসলাম তরনীকে নিমজ্জিত করার জন্য ফুসে উঠছে। নাউযু বিল্লাহ।

"কিন্তু আপনাদেরর সুদৃঢ় নেতৃত্বে সে তরনী আজ দ্রুত মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ কি ত্রিত্ববাদের কেন্দ্র-চূড়ায় "আল্লাহ আকবর" ধ্বনি নিনাদিত হয়ে আকাশ বাতাসকে মুখর করে তুলছেনা?

"আপনারা কে? আপনারা বর্তমান যুগের ভার-বাহী যষ্টি। আপনারা আত্ম-সংযত ও দৃঢ় হউন। মোমেনের প্রত্যেক পদক্ষেপ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। আপনারা তরবিয়তি ক্লাশের মধ্য দিয়ে যে আলোক লাভ করছেন—ঘরে ফিরে গিয়ে সে আলোয় নিজ নিজ অঞ্চলকে আলোকোজ্জল করে তুলবেন, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তক সর্বদা পাঠ করবেন। জামাতের পত্র পত্রিকা পড়বেন। এতে বিশেষ উপ-কৃত হবেন। সকল অলসতা পরিহার করবেন। সুমধুর বানীর দ্বারাই এ যুগের জেহাদ চলবে। আপনারা যখন ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বানী প্রচার করতে বেরিয়ে পড়বেন, তখন বহু লোক হাসবে, উপহাস বিদ্রূপ করবে, হয়ত তাদের হাতে আপনাদের ক্লেশও ভোগ করতে হবে। কিন্তু আপনারা অবগত থাকবেন—"বিপদ মানুষের জন্য স্পর্শ মনি" জগতের নিন্দাকে আপনারা ভয় করবেন না। জামাতের প্রতিটি আদেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। মনে রাখবেন, একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

বন্ধুগণ, দুর্গম পথ আমাদিগকে অতিক্রম করতেই হবে। কাঁটাকে উপেক্ষা করে ফুলকে লাভ করতেই হবে। এতে বিচলিত হলে চলবেনা।

'কঠিন ধৈর্যের তারে বাঁধা আছে
সন্তোগের বীণা।"

পরিশেষে আমি কার্যনির্বাহক কমিটি, সদর মুরব্বী ও অন্যান্য বন্ধুগণ, যাঁরা এই ক্লাশ পরিচালনায় নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওয়াচ্ছালাম।"

মীর্যা তাহের আহমদ কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, রাবওয়া ১৩.৫।৬৮

★

ইসলামিক একাডেমী হলে

সিরাতুননবী জালসা অনুষ্ঠিত

ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে সিরাতুন নবী উপলক্ষে একটি সম্মেলন গত ২৩শে জুন রবিবার ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর জনাব এস. এম. হাসান সাহেব।

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ জি. সি. দেব, মেশকাত শরীফের অনুবাদক অবসরপ্রাপ্ত জজ আলহজ মাওলানা ফজলুল করীম এবং কৃষিতথ্য কেন্দ্রের প্রধান মৌলবী মোস্তফা আলী।

ডঃ জি. সি. দেব সিরাতুননবী জলসার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা শুরু করিলে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজনের তরফ হইতে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। বাধা প্রদানকারী তাহার অভিযোগে প্রকাশ করে যে, যেহেতু আহ্‌মদীয়া জামাত কাফের যেহেতু রসুল পাক (সাঃ)-এর জীবনী আলোচনা করিবার অধিকার তাহাদের নাই এবং আহ্‌মদীয়া নামকরণের কোন অধিকারও এই জামাতের নাই।

ডঃ জি. সি. দেব শ্রোতাদেরকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিলে, কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীরা শান্ত হয়। ডঃ জি. সি. দেব তাঁহার ২৫ মিনিটকাল বক্তৃতায় ইসলামের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শিক্ষা কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয় বরং সমস্ত মানব জাতির জন্য। তিনি কোরানের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সমস্ত জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে নবী আসিয়াছেন; কিন্তু একদল উহা অস্বীকার করিবার ফলেই পৃথিবীতে যত অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। মাননীয় বক্তা বুদ্ধের এক বাণীর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, বৈরিতার দ্বারা বৈরিতা দূর হয় না। তিনি বলেন, ইসলাম অর্থ শান্তি; শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম কখনও বৈরিতা সমর্থন করে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, ভারতের ব্রাহ্মনরা যখন নারীদের অধিকার হরণ করিয়াছিল এবং সাধারণ মানুষকে শূদ্র বানাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার দুইশত বৎসর পূর্বেই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন।

তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষে বলেন, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার স্বল্প জীবনে সমস্ত আরবের পরিবর্তন আনয়ন করিয়া সমস্ত জগতের মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

জনাব বক্তা সমস্ত জগতে ইসলামের শিক্ষার প্রসার কামনা করেন।

মাওলানা ফজলুস করীম তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে ঘোষণা করেন যে, সমস্ত মানুষের ধর্ম এক। ইহার উপর তিনি নাতিদীর্ঘ আলোকপাত করেন। অতঃপর মৌলানা সাহেব "লা নবীয়া বাদী" হাদীসের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হযরত রসুল পাক (সাঃ)-এর শরীয়তই কামেল এবং তিনিই আখেরী নবী। এই কথা শুনা মাত্রই উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন প্রশ্ন করেন, "আপনারা রসুল পাক (সাঃ)-কে শেষ নবী মানেন কি না?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার

পূর্বেই মিলনায়তনের বিভিন্ন কোণ হইতে আরো কয়েকজন একই সাথে বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করে। ইহার পরে আরো অনেকে আসন হইতে উঠিয়া হাততালি দিয়া ও বিভিন্ন শব্দ করিয়া সভাতে গোলযোগের সৃষ্টি করে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে যে, "তাহারা কাফেরদের আয়োজিত জলসায় রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর জীবনী শুনিবে না।

অতঃপর সভার পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হইলে মাওলানা ফজলুল করীম পুনরায় বক্তৃতা শুরু করিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা পুনরায় গোলযোগ সৃষ্টি করে। আসন ত্যাগ করিয়া তাহারা চেয়ারে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং হাত পা ছোড়া ছুড়ি শুরু করে।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের গোলযোগ চলিতে থাকিলে নারায়নগঞ্জ হইতে আগত ডাক্তার আবদুস সামাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের শান্ত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পক্ষ হইয়া রসুলুল্লাহ্র জীবনের উপর আলোকপাত করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতির নিকট আসিয়া রসুলুল্লাহ্র জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন প্রতিশ্রুতিতে কয়েক মিনিট বক্তৃতা করিবার অনুমতি লাভ করেন। তাঁহার নাম মাওলানা আলতাফ হোসেন এবং তিনি বড় কাটারার দারুল উলুম মাদ্রাসার মোদাররেস বলিয়া প্রকাশ। তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠেন তখনও গোলযোগ অব্যাহত ছিল। তাঁহার অনুরোধেও যখন গোলযোগ বন্ধ হইতেছিল না, তখন তিনি তাঁহাদিগকে বে-তমিজ ও বে-আদব বলিয়া গালি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বক্তৃতা শুরু করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি কেবল রসুলুল্লাহ্র জীবনী আলোচনা করিবেন; কোন এখতেলাফী সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন না। কিন্তু জনাব বক্তা উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা শুরু করিলে জনাব সভাপতি সাহেব তাঁহাকে থামাইয়া দিলে গোলযোগকারীরা পুনরায় গোলযোগ সৃষ্টি করে। আসন হইতে উঠিয়া তাহারা চেয়ারে দাঁড়াইয়া বিভিন্ন শব্দে নর্তন কুর্দন শুরু করে। গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের একদল অতি উৎসাহী কর্মী মার মুখো হইয়া ষ্টেজের দিকে আগাইয়া আসিলে পুলিশ তাহাদেরকে বাধা প্রদান করেন।

অতঃপর গোলযোগের মধ্যেই সভার কাজ শুরু করা হয় এবং তৃতীয় বক্তা মৌলবী মোস্তফা আলি আলোচনা হযরত রসুল পাক (সাঃ)-এর জীবনের আদর্শের উপর এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

জনাব মোস্তফা আলীর বক্তৃতা শেষে জনাব সভাপতি সাহেব মোনাজাত করিয়া সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, গোলযোগকারীরা মোনাজাতের সময়েও বিভিন্ন শব্দে ও বিদ্রুপাত্মক উক্তি করিয়া মোনাজাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

বিশৃঙ্খলাকারীগণ স্থানীয় কোন মাদ্রাসার মোদারেস ও ছাত্র বলিয়া প্রকাশ। যেসব শ্রোতা বিশিষ্ট বক্তাদের নিকট হইতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূণময় জীবনী শুনিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মাদ্রাসার আলেম ও ছাত্রগণের এরূপ ইসলাম বিরোধী জঘন্য আচরণে খুবই বিস্মিত ও মর্মাহত হন। কারণ যাহারা হযরতের শিক্ষার ধারক ও বাহক বলিয়া দাবী করে তাহারাই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনী আলোচনাকালে অচিন্তিয় অশোভন আচরন করিল। 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা সভায় গোলযোগ করিয়া, বসিবার আসনে দাঁড়াইয়া নর্তন কুর্দন করিয়া নিজেদেরই স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। হযরত রসুল পাক (সাঃ) পুরুষদিগকে হাততালি দিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে, হাততালি দেওয়া নারীদের কাজ, তোমরা হাততালি দিও না। কিন্তু সেদিন ইসলামিক একাডেমিতে উপস্থিত নায়েবে রসুল হইবার দাবীদার হাদিসবেত্তারা নারীসুলভ আচরণ করিয়া শুধু নিজেদের রুচিবিকারের পরিচয়ই প্রদান করে নাই, বরং নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় ও প্রদান করিয়াছে।"

*

মাসিক মদীনা পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাদিয়ানী মযহাবের স্বরূপ' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

গত এপ্রিল মাসের মাসিক মদীনা পত্রিকায় মাওলানা ওহীদুজ্জমান "কাদিয়ানী মযহাবের স্বরূপ" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, "মুসলমানদের সর্ববাদী সম্মত-আকিদা বা বিশ্বাস এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ) আখেরী নবী। তাঁহার পর কিয়ামত পর্যন্ত অপর কোন নবী বা রসুল দুনিয়াতে আগমন করিবেন না এবং সর্ব প্রকার নবুওয়ত ও ওহীর আগমন চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তিনি প্রবন্ধটির শেষ দিকে লিখিয়াছেন, "কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণাদি এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ) সশরীরে আসমানে উত্থিত হইয়াছেন।... তিনি শেষ যামানায় দুনিয়ায় আগমন করিবেন, দাজ্জালকে হত্যা করিবেন, জিজিয়া কর রহিত করিবেন···এই সব বিষয়ে সকল নির্ভরযোগ্য আলেম এজমা (ঐক্যমত) প্রকাশ করিয়াছেন।

মওলানা সাহেবের প্রথম উক্তির সারমর্ম এই যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর পর কিয়ামত পর্যন্ত অপর কোন নবী বা রসুল দুনিয়াতে আগমন করিবেন না এবং সর্বপ্রকার নবুওত চিরতরে বন্ধ। তাঁহার শেষ উক্তির সারমর্ম এই যে, এক নবী শেষ যামানায় দুনিয়ায় আগমন করিবেন। আর কোন নবী না আসার প্রথম মতটিকে মাওলানা সাহেব মুসলমানদের সর্ববাদী সম্মত আকিদা বলিয়া জানাইয়াছেন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের দ্বিতীয় মতটিকে তিনি সকল নির্ভরযোগ্য আলেমের এজমা (ঐকামত) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন নবী না আসার এবং হযরত ঈসা নবী আসার যে দুই পরস্পর বিরোধী এজমা আমাদিগের সম্মুখে তিনি পেশ করিয়াছেন, পাঠকবর্গ নিজেরাই এই দুই উক্তি হইতে-সত্যের সন্ধান করুন।

পবিত্র কুরআন, সহিহ হাদীস, সদ্য আবিষ্কৃত প্রাচীনলিপি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণানুযায়ী এখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরের খান ইয়ার ষ্ট্রিটে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রশ্ন জাগে, তাহা হইলে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বানী কিভাবে পূর্ণ হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনি ইস্রাইলী হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যতার প্রকাশিত লক্ষণের স্বরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বানী ছিল যে, তাঁহার সত্যতার লক্ষণ স্বরূপ হযরত ইলিয়াস নবী (আঃ) অবতরণ করিবেন, যাহার সম্বন্ধে ইহুদীদের ভ্রান্ত ধারণ ছিল যে, তিনি আকাশে জীবিত অবস্থায় বসিয়া আছেন। কিন্তু হযরত ইলিয়াস (আঃ) না আসিয়া হযরত ইয়াহ্ইয়া নবী আবির্ভূত হইলেন এবং হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদীদের দ্বারা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আগমনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া জানাইলেন যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) আধ্যাত্মিকভাবে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বানীকে পূর্ণ করিয়াছেন। ইহুদীরা তাঁহার এই ব্যাখ্যা মানে নাই এবং তাঁহাকে

অবিশ্বাস করে ও অভিশাপগ্রস্থ হয়। কিন্তু খ্রীষ্টান এবং মুসলমানগণ তাঁহার ব্যাখ্যা মানিয়া তাঁহাকে সত্য নবী হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়া বিশ্বাস করেন। এ যুগেও অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বানী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ, যাহারা এক নামের নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বানীকে অপর এক নামের নবীর আগমনে পূর্ণ হওয়ায় বিশ্বাসী, তাহাদের জন্য ইহা বুঝা অত্যন্ত সহজ যে, অতীতে যেরূপ এক অতীত নবীর পরিবর্তে এক যুগ-নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বর্তমান যুগেও তাহা হওয়া স্বাভাবিক ও সমীচীন। বিশেষ করিয়া, হযরত ঈসা (আঃ) বনি ইস্রাইলি তথা ইহুদীদের নবী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা তাহাকে رسولا الى بنى اسرائيل বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং তিনি অপর জাতির নবী হিসাবে মুসলমানদের জন্য, বিশেষ করিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকাবেলায় অপর নবী। কারণ তাঁহার অনুসৃত শরীয়ত অন্য ছিল। পক্ষান্তরে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত। তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও শরীয়তের সম্পূর্ণ অধীন এবং তাহার অনুগামী। অতএব তিনি আপন, তিনি অপর নহেন। হযরত মহীউদ্দীন ইবনে আরবী, দেওবন্দের মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানুতবী, মোল্লা আলী কারী (রহঃ) প্রমুখ্যাৎ বুযুরগান খাতামান্নাবীয়ীনের এই ব্যাখ্যাই দিয়া গিয়াছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুগামী নবী আসিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার খাতামিয়েতের হানি হয় না। অপর ধর্মের নবী আসিতে পারেন না। কারণ তাহাতে তাঁহার খাতামিয়ত ভাঙিয়া যায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর আলেম পরকে আপন এবং আপনকে পর দেখিতেছেন। তাঁহারা সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকবাসী হইতে স্বীকার করিয়া হযরত ঈসা (আঃ) কে আকাশে ২০০০ বৎসর জীবিত কল্পনা ও প্রচার করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের খোদা ও খোদার পুত্র হওয়ার প্রমাণ যোগাইতেছেন। তাঁহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক শক্তিকে মৃত ঘোষণা করিয়া অপর জাতির নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বারা নজীরবিহীন ভাবে মোহাম্মদী শরীয়তকে জিন্দা হইতে দেখিতে চাহেন। এইরূপ যুক্তি ও জ্ঞান বিরোধী বিশ্বাস রাখিয়াও তাঁহারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্মান বৃদ্ধিকারী এবং যুক্তি, প্রমাণ, নিদর্শন ও নজীর-সম্মতভাবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সমাগত দাস নবী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (সাঃ) ইসলামকে জীবিত করিতে আসিয়াছেন বলিলেই উক্ত উলেমার নিকট ইসলামের দুশমনী করা হয়। কাদিয়ানীগণ বিশ্বের সর্বত্র ইসলামকে প্রচার করিয়া, অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়া, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্ব নবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া, ঐ সকল উলেমার মতানুযায়ী কাফের ও ইসলামের দুশমন কিন্তু ঐ সকল উলেমা আপন ঘরে মুসলমানগণকে নাস্তিক ও খ্রীষ্টান হইতে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া সতত ফতওয়া বাজীর দ্বারা মুসলমানগণকে কাফের ঘোষণা করিয়াও ইসলামের রক্ষক এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ভক্ত। তাঁহাদের কুফরের ফতওয়া হইতে মুসলমানদের কোন ফেরকা বাঁচিয়াছে যে আজ কাদিয়ানীগণ তাঁহাদের ফতওয়া হইতে বাঁচিবে? হায়! বুদ্ধি কতখানি দেউলিয়া হইলে যে কেহ এইরূপ আচরণ করিতে পারে, তাহা পাঠক আপনি কি চিন্তা করিয়া দেখিবেন? আমরা ঐকান্তিক ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার বান্দাগণকে সত্য বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার তৌফিক দিন। প্রকাশ থাকে যে, কাদিয়ানীদের কোন নূতন মযহাব নাই। তাহাদিগের মযহাব খাঁটী ইসলাম, যাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ) জগৎকে দান করিয়াছেন।

আমীন।

★

আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য

১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উম্মত তিয়াত্তর (৭৩) দলে বিভক্ত হইবে এবং উহাদিগের মধ্যে শুধু একটি দল জান্নাতী হইবে। সেই দলের পরিচয় বর্ণনা করিতে গিয়া হুজুর (সাঃ) বলিয়াছেন—

ما انا عليه واصحابى وهى الجماعة

(احمد وابو داود)

অর্থাৎ—উক্ত দলটি সেই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহার উপর আমি এবং আমার সাহাবাগণ রহিয়াছেন এবং উহা হইবে জামাত (সুশৃঙ্খল দল)।

হযরত নবী করীম (সাঃ) বর্ণিত উক্ত লক্ষণ একমাত্র আহমদীয়া জামাতে বিদ্যমান। এই জামাত নবী (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সারা বিশ্বে ইসলামের তবলিগী জেহাদে লিপ্ত আছে। উক্ত হাদিসে বর্ণিত "জামাত" শব্দের প্রকৃত মর্মানুযায়ী এই জামাতের একজন সর্বজন-মান্য এবং অবশ্য মানবীয় ইমাম বা খলিফা আছেন। তাহাদের একটী কেন্দ্র আছে, একই উদ্দেশ্য ও একই কার্যতালিকা অনুযায়ী তাহারা কাজ করে এবং বয়তুল মালের ব্যবস্থাও তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে।

২। বর্তমান বিশ্বে শুধু আহমদীয়া জামাতই ইসলামের জন্য কার্যকরী ও সুষ্ঠু খেদমত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছে। সুতরাং তাহাদের দ্বারা বিশ্বের কোণে কোণে ইসলামের প্রচার-কেন্দ্র এবং সুনিয়ন্ত্রিত জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে।

৩। পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বাহিরের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করিয়া ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় প্রায় ৫০০ (পাঁচ শত) মসজিদ এই জামাত কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। সেখান হইতে প্রত্যহ পাঁচবার আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পবিত্র নামের ধ্বনি ঘোষিত হইতেছে। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি মসজিদ চার পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। লণ্ডন, হেগ ও কোপেনহেগেনের অনুপম মসজিদ তিনটি জামাতের শুধু মহিলাদের পক্ষ হইতে সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা নির্মিত হইয়াছে।

৪। আহমদীয়া জামাত কর্তৃক পৃথিবীর বিখ্যাত ২১টি ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। বহু স্কুল ও কলেজ এই জামাতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে খাঁটী ইসলামী পরিবেশে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, যাহার ফলে-ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি খ্রীষ্ট ধর্মের কবল হইতে লোকদিগকে উদ্ধার ও রক্ষা করিতে সহায়ক ও কার্যকরী হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার সেবা হইতেছে।

৬। প্রায় দুই ডজন পত্রিকা বিশ্বে বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহাদের মাধ্যমে খ্রীষ্ট-ধর্ম, নাস্তিকতা ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী আন্দোলনগুলির মোকাবেলা অতি সফলতার সহিত করা হইতেছে।

৭। একমাত্র আহমদীয়া জামাতের মধ্যেই এইরূপ পরিবেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার ফলে, ধনী, দরিদ্র, ছোট, বড়, সাদা, কালো, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য প্রভৃতির মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য নাই; বরং প্রকৃত ইসলামী সাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

৮। আহমদীয়া জামাতের সকল ব্যক্তি পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ।

فاصبحتم بنعمته اخوانا

এই জামাতে পূর্ণ ঐক্য, পরস্পরের প্রতি দয়া ও প্রীতি এবং পরোপকারের মহান মনোভাব জামাতের দৃশ্য পেশ করিতেছে।

৯। দরিদ্র, এতিম ও আশ্রয়হীন এবং অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য জামাতের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা রহিয়াছে এবং ইহার জন্য নিয়মিত ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়। কেননা ইসলামের শিক্ষা ইহাই।

১০। জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আয় হইতে নিয়মিত হারে কোরানের শিক্ষানুসারে আর্থিক কোরবানী করিয়া থাকে, যাহা জামাতের বায়তুল মালে জমা হয়। বর্ত্তমানে জামাতের আর্থিক কোরবানীর পরিমাণ বৎসরে ১ কোটী টাকারও অধিক।

১১। ইসলামের সাধারণ বিষয়াবলির জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষা দানের এবং ইসলামী শিক্ষানুযায়ী চরিত্র-গঠনের জন্য জামাতের পক্ষ হইতে এরূপ পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তদনুসারে তরবিয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। জমাতের কঠোর বিরুদ্ধবাদীরাও জামাতের উক্ত বৈশিষ্ট লক্ষ্য করিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

১২। উক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ একমাত্র আহমদীয়া জামাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহার সমকক্ষ অপর কোন জামাত নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, যে কোন জামাতের পক্ষে ঐ সদগুণগুলি নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট করা শুধু তাহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার দ্বারা সম্ভবপর নহে, যতক্ষণ না খোদার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ সহায়ক হয়। খোদাতায়ালা বর্তমান যুগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আহমদীয়া জামাতের দ্বারা ইসলাম সারা বিশ্বে জয়যুক্ত হইবে। এইজন্য খোদাতায়ালা স্বীয় অনুগ্রহক্রমে এ জামাতকে সেই সমস্ত সদগুণও দান করিয়াছেন, যাহা হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত নবী করিম (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক ইলাহি জামাতে বৈশিষ্ট হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء

আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টি আহমদীয়া জামাতের এই স্বীকৃত ও অতুলনীয় গুণরাজীর উপর পড়িলেও, তাহারা উহা গ্রহণ করিবার পরিবর্তে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলিতে থাকে এবং জামাতের কুৎসা রটনা করে। খোদাতায়ালা আমাদের ভাইদের দৃষ্টি উন্মোচন করুন এবং তাহাদিগকে সত্য বুঝিবার ও গ্রহন করিবার তৌফিক দিন। আমিন!

পরিবেশনায়ঃ—
সুলতান মাহমুদ আনওয়ার

★

॥ আদর্শ মানব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)॥

জাফর উল্লাহ সিকদার

দশম শ্রেণীর ছাত্র

মানুষ যখন অধঃপতনের নিম্নস্তরে পৌঁছায়, তখন তাহাদিগকে সৎপথের সন্ধান দিবার জন্য আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উত্তম আদর্শ মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বের মহাপুরুষদের আদর্শ ছিল কালের উপযোগী। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে নীতি ও নির্দেশ এবং মানবতার যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরন্তন। এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মানুষ আবহমান কাল পর্যন্ত স্বীয় জীবনকে মহীয়ান ও গরীয়ান করিয়া তুলিতে পারিবে। তাঁহার জীবনাদর্শ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, সর্বকালের এবং সর্বজনের জন্য আদর্শ হিসাবে বিদ্যমান থাকিবে। পৃথিবী লয় পাওয়ার দিন পর্যন্ত তাঁহার আদর্শকে গ্রহণ করিয়া মানুষ নিজ নিজ জীবনকে মহিমাময় করিয়া তুলিতে পারিবে। তাঁহার জীবনে মানুষের জন্য সুন্দরতম আদর্শ বিদ্যমান ছিল। এই সম্পর্কে কোরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা ফরমাইয়াছেনঃ— "রসুলের জীবনে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ বিদ্যমান"।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রাষ্ট্র নায়কত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পারিবারিক কাজকর্ম পর্যন্ত যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে দেখিতে পাই যে, তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ-কর্মই মানবের জন্য আদর্শ। তিনি যে আদর্শবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিজে পরিপূর্ণভাবে কাজে পরিণত করিয়া নিখিল বিশ্বের সম্মুখে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক। তিনি বিচ্ছিন্ন আরব দিগকে ধর্মের ভিত্তিতে এক নূতনতর ও ব্যাপকতর বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। ইহাতে তাহারা ভাই ভাই হইয়া গিয়াছিল, যাহারা পূর্বে শুধু রক্তের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধনই স্বীকার করিত না। তিনি আদেশ দিলেন যে, একের জীবন ও সম্পত্তি অপরের নিকট পবিত্র ও অন্যায় হস্তক্ষেপের অযোগ্য। তাঁহার সুসঙ্গত নীতির ফলে সুদূর অতলান্তিকের পূর্ব উপকূল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরেরর তট পর্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে তিনি একক দেশে পরিনত করিতে পারিয়াছিলেন, যাহা সুশিক্ষিত রোমবাসীরাও আট শত বৎসরের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি বিচ্ছিন্ন আরব গোত্রগুলিকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বর শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহারা যেন দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে দিয়াছিলেন সামরিক শিক্ষা, জাতীয়তার কল্যাণে বৃহৎ ত্যাগের শিক্ষা, নেতার আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতা। এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে অসীম আত্ম প্রত্যয়। কোন একজন রাষ্ট্রনায়ক যদি সত্যই আদর্শবান হইতে চায়, তবে তাহাকে হযরত (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিচ্ছিন্ন আরব জাতিকে তাঁহার সুষ্ঠু পরিচালনার দ্বারাই শুধু বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়িয়া দিয়াছেন এবং জগৎ চমৎকৃত হইয়াছে তাহা নয়, তাঁহার আদর্শে অনুপ্রানিত হইয়া আরবেরা পৃথিবীকে উন্নত সভ্যতা, মার্জিত রুচি এবং বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তিনি যোদ্ধা হিসাবে ও সমরনীতিবিদ হিসাবে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সমরনীতিবিদ এবং শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং সৈন্য বাহিনীকেও এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার বুকে উহার সমকক্ষ কিছু ছিল না। তিনি জীবনে কোন যুদ্ধে পরাজয়ের মুখ দেখেন নাই তাঁহার আদেশ ছিল বিজিতদের শস্য নষ্ট না করা, বৃদ্ধ শিশু এবং মহিলা, যাহারা আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের হত্যা না করা। বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন তাহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত।

ফরাসী লেখক লেমারটিন (Lamartine)—এর মতে "দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্ম-প্রবর্তক, আইন প্রণেতা, যোদ্ধা, মতবাদ বিজয়ী, ধর্মমতের এবং প্রতিমা বিহীন উপাসনা পদ্ধতির পুনর্স্থাপক, কুড়িটি পার্থিব সাম্রাজ্যের এবং একটি ধর্মরাজ্যের সংস্থাপন কর্তা এই মুহম্মদ।"

লেমারটিন যথার্থই বলিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মত সাধক আর কেহই ছিলেন না। তিনি জন্ম হইতেই নবুয়ত প্রাপ্ত হন নাই। অন্যান্য নবীদের মত তিনি বহু সাধনার ফলে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল মহান। তিনি যাহা বলিতেন, তাহা যথার্থই সত্য এবং যাহা বলিতেন, তাহা অতি অল্প অথচ প্রাঞ্জল।

তিনি সমাজ হইতে দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য সুষ্ঠ বিধান প্রবর্তন করিলেন। বিচার ও ইনসাফকে দিলেন ধর্মীয় মর্যাদা, ন্যায় নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিলেন নূতন রাষ্ট্রনীতি। সকল মানুষকে দিলেন সমান অধিকার। সর্বপ্রকারের অধিকার হইতে বঞ্চিত ও দাসীতে পরিণত নারী জাতিকে তিনি দিলেন আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব এবং সম্পত্তি অর্জনের অধিকার। বর্তমান দুনিয়ার সকল আইন কানুন তাঁহারই আদর্শের অনুকরন মাত্র।

তাঁহার চরিত্র ছিল পবিত্র কোরআন। কোরআন শরীফ আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত মানব জাতির একমাত্র আদর্শের পরিপূর্ণ গ্রন্থ। মানবজাতির সর্বকালের আদর্শ লিপিবদ্ধ গ্রন্থ কোরআন। কোরআনের বিধি নিষেধ তিনি জীবনের প্রতি মুহূর্তে পালন করিয়াছিলেন। এবং তিনি যাহা বলিলেন তাহা আগে পালন করিতেন। এই জন্যই তিনি মানব জাতির পূর্ণ আদর্শ হিসাবে পনিণত হইতে পারিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মতে "কোরআনের বিধি নিষেধই তাঁহার চরিত্র।"

তিনি ছিলেন বাহ্য জগতে নিরক্ষর। এমতাবস্থায় আল্লাহতায়ালা জিবরাইলের মাধ্যমে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত্র গঠনের এমন সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যাহা মানব বুদ্ধির অতীত এবং বিশ্ব জগত একেবারে স্তম্ভিত। এই সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ—

[হে রসুল!] "তুমি যাহা জানিতে না তাহা তোমাকে শিক্ষা দান করা হইয়াছে।"

আল্লাহতায়ালা প্রথম হইতেই হযরতের অন্তকরনকে এমন উদার ও উচ্চ ভাবাপন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মহান চরিত্র গঠন ও মানব চরিত্রের পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একমাত্র যাহা কিছু চাহিবার সমস্ত আল্লাহ্‌র নিকট চাহিতেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিতেন যেন আল্লাহ তাঁহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন কারণ সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌ই একমাত্র মানুষকে অসৎ পথ হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

ইহা ছাড়া আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে আরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে ঃ سنقرئك فلا تنسى

"আমি তোমাকে পড়াইয়া দিব, অতঃপর তুমি আর ভুলিবে না।"

আল্লাহ পাক তাঁহাকে প্রথমে শিক্ষা দিলেন— "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি মানুষকে জমাট রক্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

বাহ্যিক নিরক্ষর যিনি, প্রথমে নিজের নাম দস্তখত করিতে পারিতেন না, তাঁহাকে বর্ণ পরিচয় না করাইয়াই আল্লাহ বলিলেন "পড়" তিনি আল্লাহর বিশেষ রহমতে শিক্ষা লাভ করিলেন। আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তিনি যাহা শিক্ষা করিবেন, তাহা তিনি ভুলিবেন না।

আসল কথা হইল এই যে, আল্লাহতায়ালা নিজে তাঁহাকে সমগ্র জগতের জন্য শিক্ষা-দীক্ষা, হেকমত, স্বভাব, সভ্যতা ও সৃষ্টির আদর্শ হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

এই জন্যই বুঝি ফরাসী লেখক লেমারটিন বলিয়াছেন যে—যে সমস্ত কাঠিদ্বারা মানুষকে এবং তাহার মহত্বকে মাপা যায়, তাহার প্রত্যেকটি দ্বারা তাঁহাকে [হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে] মাপিলে কোন্ মানুষ তাহা অপেক্ষা মহত্তর ছিল?

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

শুনতে অবাক লাগে!

ইদানিং ঢাকার দু'টি বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে মেয়ের বিবাহে কোন নিকট আত্মীয় নামাযের বিছানা উপহার দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বর ও কনে উভয়েই উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত। উভয়েই বিলাতি ডিগ্রি হাসেল করে এসেছেন।

বর, কনে এবং তাদের বন্ধু বান্ধবীরা নাকি উপহারটি দেখে বুঝতে পারেননি 'চিজ্‌টি' কি হতে পারে। বহু গবেষণার পর তারা স্থির করে, এটি সোফা সেটের চেয়ারের পেছনে দিয়ে বসার জন্য দেওয়া হয়েছে। তাই তারা এরূপ উপহার দাতার উপর বেশ বিরক্ত প্রকাশ করেন।

কারণ সোফাসেটে, একটি মাত্র চেয়ার থাকে না। তাদের মতামত উপহার দাতার কানে গেলে তিনি অবাক হয়ে যান। মুরুব্বি মানুষ তাঁর এত খায়েশের উপহারের এই অবস্থা দেখে তিনি বর কনের অভিভাবকদের কানে কথাটি আনেন। তারা তখন বলেন, এরা উপহারটি চিনতে পারে নি। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। ভাবছি এ অবস্থায় মনে করার আর আছে কি? আছে শুধু করুণা করার। উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান যুবক যুবতী হয়ে নামাজের বিছানাও চিনতে পারছে না। এমত অবস্থায় মুসলমানদের অধঃপতন রুখা যাবে কি? এদের সম্বন্ধেই বলা চলে, ভুলেও পশ্চিম দিকে আছাড় খায় না।

এরা কি দুনিয়ার কিছুই দেখছে না!

কিছুদিন পূর্বে একটি খবরে বলা হয় যে, ভারতের গোঁড়া হিন্দু নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে, গো-হত্যাই হচ্ছে হিন্দুস্থানের সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মূল কারণ। তাঁদের মতে গো-হত্যা বন্ধ করা হলেই ভারত অনাবৃষ্টি, অনাবাদ ও অন্যান্য দুর্যোগের হাত হতে রেহাই পাবে।

প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, কয়েকটি প্রদেশ ছাড়া ভারতের সকল স্থানেই গো-জবেহ আইনতঃ নিষিদ্ধ।

এখানে আরো উল্লেখ যোগ্য যে, ভারতের গো-হত্যা বিরোধী কমিটির প্রধান, উজির আজম ইন্দিরা গান্ধীকে যুক্তরাষ্ট্রে গো-জবেহ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানায়।

কমিটির কর্মকর্তারা উজিরে আজমের নিকট প্রেরিত এক তার বার্তায় মার্কিন কৃষকেরা দুধের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ১৫ হাজার দুগ্ধবতী গাভী 'হত্যার' সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কমিটি যুক্তরাষ্ট্র হতে ঐ সব গরু আমদানী করার জন্য উজিরে আজমকে পরামর্শ দেন।

দেখা যাচ্ছে, ভারতের গোড়া হিন্দুরা শুধু ঐ দেশেরই নয়, সারা বিশ্বের গো-জবেহ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। গো-হত্যাই যদি দুনিয়ার সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হয়, তবে বিশ্ব শান্তির জন্য তাদের এরূপ কাজে এগিয়ে যাওয়া খুবই দরকার।

কথা হলো, তারা দুনিয়া হতে এরূপ ভাবে গরু জমাতে শুরু করলে, ভারত অতি শীঘ্রই "গো-রাষ্ট্রে" পরিণত হবে তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। তখন হিন্দুস্থান সুখ শান্তিতে ভরে উঠবে। কারণ গরুরা ত আর কথায় কথায় আন্দোলন শুরু করবে না। কিন্তু কথা হলো, আমেরিকা, ক্যানাডা, রাশিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য সব দেশেই গোমাংস অতি প্রিয় খাদ্য। শুধু মাংসের উদ্দেশ্য নিয়েই ওসব দেশে বিভিন্ন জাতের গরু পালন করা হয়ে থাকে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ঐসব দেশে অনেক বেশী অনাবৃষ্টি, অনাবাদী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এমনটি হচ্ছে একথা বলা চলে না। তাই ভাবছি ভারতের গো-জবেহ রোধকারী গোঁড়া হিন্দু ভাইরা দুনিয়ার কোন কিছুই চোখ মেলে দেখছেন না। গোঁড়ামির চশমা এদেরকে 'অন্ধ' করে ফেলেছে বলে মনে হয়। অথচ দেশটি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায়ও যথেষ্ট চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই কোন চিন্তাবিদ্ বলেছেন:

'ভারতের এক পা গোবরের মধ্যে, আর এক পা আনুবিক চুল্লীতে'।

সত্য ধর্ম গ্রহণ না করে মনগড়া ধর্মের পেছনে ঘুরলে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

★

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচার

আবু আহ্‌মদ গোলাম আম্বিয়া

প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশস্ত বুক ঘিরে যে দ্বীপগুলি মালার ন্যায় জড়িয়ে আছে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ তাদের অন্যতম। ৩০টি জেলা সমবায়ে গঠিত এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের কবল থেকে আজও মুক্তি পায়নি। এর লোক সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। তন্মধ্যে হিন্দু অধিবাসীদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। মুসলমানদের সংখ্যা অনধিক ৩০।৪০ হাজার; অবশিষ্ট সকলে খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা নিতান্ত কম বিধায় সেখানে তাদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নেই। তাছাড়া তারা খুবই অনুন্নত ও অসংহত। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা পশ্চাদপদ ও অবহেলিত।

পক্ষান্তরে দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টানগণ সংখ্য গরিষ্ঠ না হওয়া সত্বেও খ্রীষ্টানরাই সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। দ্বীপমালার নিভৃত পল্লীতে তাদের মিশনগুলো ছড়িয়ে আছে। শত শত খ্রীষ্টান মিশনারী সেখানে কাজ করছে এবং তাহাদের পেছনে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় কর হচ্ছে।

বিগত কয়েক বৎসর পূর্বে আহ্‌মদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে ফিজিতে প্রথম ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীদের বাধা-বিপত্তি এবং সকল প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করে, ইতিমধ্যে খোদার ফজলে ফিজির রাজধানী বিটিলেবু, মারু নাণ্ডি এবং বেনুয়ালেবু সহরে ৪টি প্রচারকেন্দ্র ও মসজিদ স্থাপিত হয়েছে।

বর্তমানে ৪ জন পাকিস্তানী মিশনারী এই সকল প্রচার কেন্দ্রে কার্যরত রয়েছেন। আহ্‌মদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে বিটিলেবুতে একটী সেকেণ্ডারী স্কুলও চালু করা হয়েছে।

এই স্কুলে নও মুসলিমদের ছেলে-মেয়েদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত শিক্ষা ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

আহ্‌মদীয়া ইসলাম প্রচারকদের প্রচারের ফলে ইতিমধ্যে দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে ইসলাম কবুল করেছেন। ইসলাম তাদের জীবনে এক নুতন প্রেরণা ও কর্মতৎপরতা এনে দিয়েছে। যে সকল হিন্দু একদিন শত শত দেব-দেবীর অর্চ্চনা করত, তাদের কণ্ঠে আজ তৌহিদের বাণী—তাদের মুখে আজ কলেমা শাহাদত ও আল্লাহু আকবর আজানের ধ্বনি নিনাদিত হোচ্ছে। যে সকল খ্রীষ্টান ত্রিত্ববাদের ধ্বজা-ধারী ছিল, তারা ও আজ তৌহিদের ঝাণ্ডা বাহী হয়েছে। নবদীক্ষিত মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও এক বিপুল পরিবর্তন এসেছে।

দীর্ঘ চৌদ্দ শ বছর আগে ইসলামের যে সুমহান বাণী বর্বর আরবদের জীবনের ধারাকে বদলিয়ে দিয়েছিল, তা আজও যে কোন জাতির জীবনে মহা পরিবর্তন আনতে সক্ষম। একথা ফিজির নও মুসলমানদের এক বার দেখে আসলে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। নও মুসলিমদের অধিকাংশই ইসলাম প্রচারকে তাদের জীবনের মহান ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন—তাঁরা যখনই অবসর পান তখনই প্রচারের কাজে বেরিয়ে পড়েন। ইসলাম প্রচারের কোন সুযোগকেই তাঁরা হেলায় নষ্ট করেন না।

নও মুসলিমদের অপূর্ব চারিত্রিক পরিবর্তন, তাদের নিষ্ঠা, সর্বোপরি আল্লাহ্‌তালার প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় ঈমান ও একান্ত নির্ভরশীলতা বিধর্মীদেরকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছে। যারা এক সময়ে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল, তারাও আজ ইসলাম প্রচারকদের ধর্মীয় সভা আলোচনা অনুষ্ঠানগুলিতে আগ্রহ সহকারে যোগদান করতে শুরু করেছে। গত এক বছরে দ্বীপের প্রায় দুই শত অধিবাসী ইসলাম কবুল করেছে। এ সংগে দ্বীপের অন্যান্য মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যেও একটা নূতন প্রেরণা ও চেতনা জেগেছে।

কিছুদিন পূর্বে আহমদী মুসলিম মিশনারী জনাব নুরুল হক সাহেবের সঙ্গে, তথায় কয়েকদিনের জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য সমাগত এককালীন লাক্ষো-এর বিখ্যাত মাওলানা এবং পরে ধর্ম ত্যাগ করে বিখ্যাত খ্রীষ্টান মিশনারী আবদুল হককে কেন্দ্র করে দ্বীপের মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাদ্রী আবদুল হক মুসলমানদেরকে বাহাসে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। আহমদী মিশনারী জনাব নুরুল হক আনওয়ার সাহেব উক্ত চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেন। বাহাসের জন্য চারিটি বিষয় নির্দ্ধারিত হয় এবং প্রত্যেক দিন একটি করে, চারিদিনের জন্য বাহাস স্থিরিকৃত হয়। তাহার সহিত লিখিতভাবে দুইদিন বাহাস চলার পরে পাদ্রী সাহেব তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে, রনে ভঙ্গ দিয়ে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে ফিজি থেকে ভেগে যান। এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে যেমন একদিকে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়েছে। তেমনি অন্যদিকে খ্রীষ্টান মহলকে নিরাশ ও চিন্তিত করে তুলেছে।

আহ্‌মদীয়া মিশনারী জনাব নুরুল হক আনওয়ার বাহাসের পূর্বে কাশ্‌ফযোগে জানতে পেরেছিলেন যে, ইসলামের শত্রু পালিয়ে যাবে। তাই তিনি বাহাসের পূর্বেই সকলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইসলামের মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাঁর শত্রু পক্ষের নেই এবং তাকে অবশ্যই পরাজিত হতে হবে।

দুইদিন বাহাস চলাকালে উভয় পক্ষ থেকে যে যুক্তি ও দলীল পেশ করা হয়, তার মধ্যে ইসলামের যুক্তি প্রমাণই সকলকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে।

আহমদীয়া মিশনারী জনাব নুরুল হক আনওয়ার বাহাস প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, দুনিয়ার সব ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মের কতকগুলি কাহিনীকে সম্বল করে বসে আছে। জীবন্ত খোদার সন্ধান দিতে তারা অক্ষম। কিন্তু ইসলামের খোদা চিরঞ্জীব। তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, আজো তেমন আছেন। তিনি তার বান্দার কথা শোনেন এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ইসলামের ইহাও দাবী যে, ইহাকে কেহ যাচাই করে দেখতে পারে।

চিত্রে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের একজন অগ্রতন আহমদী মিশনারী ডঃ জহুর আহমদ শাহকে দেখা যাইতেছে

প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে, ফিজির নও মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম শিক্ষার এবং ইসলাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করার জন্য বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অনেক নও মুসলিম পিতা ইসলাম প্রচারের কাজে নিজদের সন্তানদের উৎসর্গ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে ফিজির ইসলাম প্রচারক জনাব নূরুল আনওয়ারের সহিত একজন তরুণকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র রাবওয়ায় প্রেরণ করা হয়। আল্লাহ্‌তালার অপার অনুগ্রহ এবং আহমদীয়া জামাতের মিশনারীদের অক্লান্ত চেষ্টা ও আত্মত্যাগের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপ পুঞ্জে মানুষের হৃদয়ে ক্রমেই ইসলামের সুশীতল প্রশান্তির ছায়া নেমে আসছে। সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয় যেদিন সারা প্রশান্ত মহাসাগরের স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে তৌহিদের পূজারীদের আল্লাহু আকবর ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলবে।

★

"মাসিক মদীনা"র মিথ্যা প্রচারণা

গত এপ্রিল মাসের "মাসিক মদীনা" পত্রিকায় "ওকিং মসজিদ হইতে কাদিয়ানীদের উৎখাত" শিরোনামায় এক বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্য ও চমৎকৃত হইতে হয়। আশ্চর্য এইজন্য যে, ঐ মসজিদের সহিত কাদিয়ানী জামাতের কোন সম্বন্ধ নাই; অথচ সংবাদ ছাপা হইয়াছে যে, বিলাতের ওকিং মসজিদ হইতে কাদিয়ানীদের উৎখাত করা হইয়াছে। মসজিদের ইমাম জনাব বসির আহমদ মিসরীর উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তাঁহার অনুসারীদিগকে ভ্রান্ত এবং দায়েরা ইসলাম হইতে খারিজ বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐ মসজিদ হইতে "তাহাফ-ফুজে খতমে নবুওত" দলের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট মুনাযের আলেম মাওলানা লাল হোসাইন আখতার সাহেব কোন্ কাদিয়ানীকে উৎখাত করিলেন এবং কিভাবে? মদীনা সম্পাদক সাহেব শূন্য মাঠে গোল দিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম এবং দর্শক হিসাবে তাঁহার আত্ম-প্রসাদে কৌতুক অনুভব করিলাম।

ওকিং মসজিদ লণ্ডন শহর হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী এক পল্লীতে অবস্থিত। ইহা কোন মুসলমানের তৈরী নহে, বরং ভারত ফেরত এক ইংরেজের তৈরী, যিনি ইংলণ্ডবাসীদিগকে মুসলমানদের উপসনা গৃহের নমুনা দেখাইবার উদ্দেশ্যে নির্মান করাইয়াছিলেন। ইহা বহুদিন অনাবাদ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

খাজা কামালুদ্দিন সাহেব বিলাতে গিয়া মসজিদের মালিকের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া সেখানে তাঁহার দফতর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আহমদীয়া জামাতের প্রথম খলিফার সময় পর্যন্ত কাদিয়ানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং প্রথম খেলাফতের শেষ ভাগে তিনি বিলাতে যান; কিন্তু সেখানে যাইয়া তিনি ঈমানে দুর্বল হইয়া পড়েন এবং হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী সমূহ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, ওকিং মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ডে ইসলাম প্রচারের নামে কার্যরত থাকেন। প্রথম খলিফার মৃত্যুর পর

তিনি কাদিয়ান জামাত হইতে খসিয়া পড়েন এবং মৌলবী মোহাম্মাদ আলীর সহিত লাহোরী দল সৃষ্টি করেন। তদবধি এই মসজিদ ও উহার তত্বাবধান ভার আজ পর্যন্ত লাহোরী দলের হস্তেই রহিয়াছে।' ওকিং মসজিদের বর্তমান ইমাম মিঃ বসির আহ্‌মদ মিসরী লাহোরী দলেরই সদস্য! তিনি যে উক্তি করিয়াছেন, উহাই তাহাদের মতাদর্শ। সুতরাং ওকিং মসজিদ হইতে কোন কাদীয়ানীর উৎখাত বিষয়ক সংবাদ বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ছাড়া আর কিছুই নহে।

১৯১৪ ইসাব্দ হইতে অদ্যাবধি লণ্ডন শহরের মধ্যে ৬৩নং মেলরোজ রোডে আহ্‌মদীয়া জামাতের মসজিদ ও দপ্তর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে ঐ মসজিদ হইতে ত্রিত্ববাদীদের কেন্দ্রে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারিত হইতেছে এবং জামাতের লোক সংখ্যা ও তাহাদের কর্ম তৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, পাঞ্জাব হইতে তাড়া খাইয়া কাদিয়ানীরা সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের দিকে রুখ করিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তাড়া প্রদানকারী কাহারা এবং কল্পিত তাড়াতে কাদীয়ানীদের কে কে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানে ভাগিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদিগের নাম শুনিতে পারি কি?

"মজলিশে তাহাফফুজ খতমে নবুওত" পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক দলের সহিত মিলিয়া ১৯৭৩ ইসাব্দে একবার অশুভ তৎপরতায় মাতিয়া ইসলামের 'ধর্মে জবরদস্তি নাই' শিক্ষা পশ্চাতে ফেলিয়া পাঞ্জাব অঞ্চলে এক রাষ্ট্রধ্বংসী হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে পাঞ্জাব তদন্ত আদালতের রিপোর্টের ১৬৭—৬৮ পৃষ্ঠা পাঠ করুন। পশ্চিম পাকিস্তানে সফলকাম হইতে না পারিয়া এত দিন পরে তাহারা পূর্ব পাকিস্তানের সরলমতি বাঙালী মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এক অশুভ তৎপরতায় মাতিয়াছে। আমরা দেখিয়া দুঃখিত যে, মদীনা পত্রিকার সম্পাদক সাহেব অতীতের ইতিহাসের দর্পণে এই "তাহাফফুজে খতমে নবুওত" দলকে চিনিতে পারেন নাই। উক্ত মজলিশ গত বৎসর "ইংরেজী নবী" নামে একটি বিভ্রান্তিমূলক পুস্তিকা বিপুল পরিমানে ছড়াইয়াছিল।

উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, আহমদীয়া জামাতের প্রচারণার প্রতিক্রিয়া নষ্ট করিবার জন্যই "ইংরেজী নবী" পুস্তিকাটি এখন আবার বহুল পরিমাণে ছড়ান হইতেছে। এই সম্বন্ধে মদীনা পত্রিকার সম্পাদক সাহেবকে আমরা জানাইতে চাই যে, ঐ পুস্তিকার উত্তরে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব "মোহাম্মদী মসীহ (আঃ)" নামে একটি পুস্তক লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। উহাতে "ইংরেজী নবী" পুস্তিকার সকল আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে এবং উহাতে "ইংরাজ নবী" পুস্তিকার বুনিয়াদী কথাকে সর্বৈব মিথ্যার দাবীতে 'লানাতুল্লাহের' চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। ঐ চ্যালেঞ্জের জবাব না দিয়া পুস্তিকাটিকে আবার প্রচার করা একান্তই অশোভনীয়।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings —	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0 50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লিখক —আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,,	,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,,	,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,,	,,
৫।	হোশান্না	,,	,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,,	,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,,	,,
৮।	খতমে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,,	,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,,	,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,,	,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,,	,,
১২।	ইসলামে খেলাফত	,,	,,

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

কাছারে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০. ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.